যুগান্তর
22 JAN 2010
পৃষ্ঠা … কলাম …

রাজধানীর বেসরকারি স্কুলে গলাকাটা ফি আদায় চলছে

মুসতাক আহমদ

মাউশির তালিকায় ৫০টি
বৈঠক ৬ ফেব্রুয়ারি

রাজধানীর বেসরকারি স্কুলগুলোর গলাকাটা ফি আদায় চলছে লাগামহীনভাবেই। নামকরা স্কুলগুলোতে প্রিয় সন্তানকে ভর্তি করাতে গিয়ে অভিভাবকরা হতবাক হচ্ছেন। এ ব্যাপারে সরকারি নির্দেশনা রয়েছে। আইনও রয়েছে। কিন্তু মানছে না কেউই। এ অবস্থায় একপ্রকার অসহায়ের মতোই অভিভাবকরা আত্মসমর্পণ করছেন। কোথাও কোথাও প্রতিবাদের অংশ হিসেবে বিক্ষোভ-মানববন্ধনও করছেন অভিভাবকরা। কিন্তু তাদের যে নাভিশ্বাস উঠেছে, তা প্রশমনের ব্যবস্থা করছে না কেউই। এ অবস্থায় তারা প্রশ্ন তুলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো কি দেশের প্রচলিত আইনের বাইরে, না দেশে আইনের বাস্তবায়ন বলতে কিছু নেই। এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতর বলছে, রাজধানীর প্রতিষ্ঠানগুলোর যথেচ্ছ ফি-বেতন আদায়ের ব্যাপারে সরকার কাজ শুরু করেছে। ইতিমধ্যে তারা ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা তৈরি করেছে। ৬ ফেব্রুয়ারি মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত বৈঠকে তারা এ ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট তুলে ধরবে। নাম প্রকাশ না করে একজন উপ-পরিচালক জানান, তারা সরকারকে এ ব্যাপারে একটি নীতিমালা তৈরির সুপারিশ করবে। নতুন শ্রেণীতে শিক্ষার্থী ভর্তির ব্যাপারে সরকারি নীতিমালা হচ্ছে— ৫ হাজার টাকার বেশি নেয়া যাবে না। এমপিওভুক্ত না হওয়ার সুযোগে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো ভর্তির টাকার ব্যাপারে হয়ে উঠেছে একেবারেই লাগামহীন। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, বেসরকারি স্কুলগুলোর ব্যাপারে সরকারের চার ধরনের পর্যবেক্ষণ রয়েছে। একটি হচ্ছে অনুমোদনহীন বিদ্যালয়, দ্বিতীয়টি অনুমোদিত কিন্তু এমপিওভুক্ত নয় আর তৃতীয়টি হল অনুমোদিত এবং এমপিওভুক্ত। জানা গেছে, এই তিন ধরনের বিদ্যালয়ের ব্যাপারে নীতিমালায় তিন ধরনের অ্যাকশনের ব্যবস্থা থাকছে। এর বাইরে ইংরেজি মাধ্যমের স্কুলের জন্য নীতিমালার ব্যবস্থা থাকছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৮ সালের ১ এপ্রিল জারি করা এক প্রজ্ঞাপনে রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য মহানগরী এবং জেলা-উপজেলা সদরে অবস্থিত এমপিওভুক্ত গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির সময় উন্নয়ন, সেশন ও ভর্তি ফি এবং অন্যসব খাত মিলিয়ে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজার টাকার

চলছেই : পৃষ্ঠা ২ : কলাম ৭

চলছে : রাজধানীর

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কথা বলেছে। বেসরকারি স্কুল-কলেজেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটিকে পাঁচ হাজার টাকার মধ্যে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ফিস নির্ধারণের জন্য বলা হয়েছে। এ ফিস নতুন ভর্তি ও এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের আবার ভর্তি উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে বলে প্রজ্ঞাপনে জানানো হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ নির্দেশনাটি যথাযথভাবে প্রতিপালন ও অনুসরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৪ ডিসেম্বর মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিবকে (মাধ্যমিক) আহ্বায়ক করে সাত সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ভর্তি পরীক্ষা থেকে শুরু করে পুরো ভর্তি প্রক্রিয়ায় কোন অনিয়ম, দুর্নীতি হচ্ছে কিনা তা এ কমিটি দেখবে।

অথচ স্কুলগুলো মানছে না কোন নীতিমালাই। ভর্তির সময় বিভিন্ন খাতে খরচ দেখিয়ে আদায় করছে মোটা অঙ্কের টাকা। মোহাম্মদপুরের প্রিপারেটরি স্কুলে শিশু শ্রেণীতে ভর্তিতে সাড়ে ২৭ হাজার টাকা নেয়ার অভিযোগ পড়েছে মাউশিতে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মাউশি ওই স্কুলকে কারণ দর্শায়। কিন্তু তারা মাত্র সাড়ে ৭ হাজার টাকা নেয়ার কথা স্বীকার করে। মাউশি সূত্র জানায়, যদি সাত হাজার টাকাও নেয়া হয়, সেটা সরকারি বিধানের পরিপন্থী। এ ব্যাপারে অ্যাকশন নেয়া হবে।

বৃহস্পতিবার সরেজমিন দেখা যায়, রাজধানীর ভিকারুননিসা নূন স্কুলে অতিরিক্ত ভর্তি ফি আদায়ের বিরুদ্ধে অভিভাবকরা মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করে। অভিভাবকরা জানান, এ স্কুলে নতুন ভর্তি ও পুনঃভর্তি ফিসহ বেতন ও অন্যসব খাতের ফি বাড়ানো হয়েছে। এমনকি নতুন কিছু ফিও এবার সংযোজন করা হয়েছে। তবে প্রথম শ্রেণীতে নতুন ভর্তির ক্ষেত্রে উন্নয়ন ফি গতবারের মতো পাঁচ হাজার টাকাই নিয়েছে। গত বছর প্রথম শ্রেণীতে তিন মাসের বেতনসহ সব খাত মিলিয়ে ভর্তি ফি ছিল মোট ৯ হাজার ৮০০ টাকা। এবার সেটা প্রায় আড়াই হাজার টাকা বেড়ে হয়েছে সাড়ে ১২ হাজার টাকা। গত এক বছরে মাসিক বেতন দুই দফায় ২০০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। গত জানুয়ারিতে মাসিক বেতন ছিল প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৩০০, ষষ্ঠ শ্রেণীতে ৩১৫, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে ৩২৫ ও নবম-দশম শ্রেণীতে ৩৫০ টাকা। বছরের মাঝামাঝি প্রতি শ্রেণীতে ১০০ টাকা করে বেতন বাড়ানো হয়েছিল। নতুন শিক্ষাবর্ষে এ মাস থেকে আরও ১০০ টাকা করে সব শ্রেণীতে বেতন বাড়ানো হয়েছে। বর্তমানে এ স্কুলে মাসিক বেতন নিচে ৫০০ টাকা ও উপরে সাড়ে ৫০০ টাকা।

এবার ভর্তির ক্ষেত্রে স্কুলের সেশন ফি ২ হাজার ৫০০ টাকা থেকে ৩ হাজার, [illegible] ফি ৬০০ টাকা থেকে ৮০০, তিনটি পরীক্ষার ফি ১৫০ থেকে ৪৫০ টাকা, বেতনী [illegible] ৩০ টাকা থেকে ৫০ টাকা, স্কাউট ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকা, মিলাদ ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকা ও বিবিধ ১০০ টাকা থেকে ২০০ টাকা করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীতে মাসিক কম্পিউটার ফি ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১৫০ টাকা করা হয়েছে। সঙ্গে নতুন ফি হিসেবে যোগ হয়েছে ডায়েরি বাবদ ১০০ টাকা, পরিচয়পত্র বাবদ ৫০ টাকা। নবম থেকে দশম শ্রেণীতে ওঠার সময় গত বছর ব্যবহারিক বাদে মোট ফি ছিল ৪ হাজার ৪৭০ টাকা। তিন মাসের বেতন ও কম্পিউটার ফিসহ এ বছর নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতে লেগেছে সাত হাজার ৭০০ টাকা।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজে নতুন ছাত্রছাত্রীদের ভর্তি ফি প্রায় আট হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে। এ নিয়ে স্কুলে অভিভাবকদের মধ্যে অসন্তোষ বিরাজ করছে। বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আবদুর রউফ রাইফেলস স্কুল এন্ড কলেজে বেতন ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৮৫০ টাকা করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল নিচ্ছে ১৩ হাজার টাকা, রেসিডেনসিয়াল মডেল ১২ থেকে ১৪ হাজার, রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল ১৫ হাজার, মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ১০ হাজার, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল ১২ থেকে ১৩ হাজার এবং ভিকারুননিসা স্কুল এন্ড কলেজে নতুন শ্রেণীতে ভর্তি হতে লাগছে ১২ থেকে ১৩ হাজার টাকা। এ বছর নতুন শ্রেণীতে ভর্তির জন্য রাজধানীর ওয়াইডব্লিউসিএ স্কুল এন্ড কলেজ নিচ্ছে ১০ থেকে ১২ হাজার, হারম্যান মেইনার স্কুল এন্ড কলেজ ১৩ থেকে ১৪ হাজার টাকা নিচ্ছে। একইভাবে মাইলস্টোন স্কুল, উত্তরা হাইস্কুল, উদয়ন বিদ্যালয়, অগ্রণী গার্লস স্কুলসহ অন্যান্য স্কুলও একই হারে অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে।

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলো আরও লাগামহীন। রাজধানীর স্কলাস্টিকা, মেপললিফ, মাস্টারমাইন্ড, অক্সফোর্ড, সাউথব্রিজ স্কুলগুলোতে ভর্তি করতে ৫০ থেকে ১ লাখ টাকা পর্যন্ত লাগছে বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। আগা খান নামে একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল রয়েছে যেটিতে ভর্তি ভর্তি করতে ১ লাখ বিশ হাজার টাকা লাগছে। সরেজমিন মাইলস্টোন স্কুল এন্ড কলেজে গেলে এক অভিভাবক জানান, তার দুটি সন্তানকে ৪র্থ এবং ৩য় শ্রেণীতে ভর্তি করতে তাকে দশ হাজার টাকা করে দিতে হয়েছে। অক্সফোর্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে ভর্তি হতে লাগছে সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা পর্যন্ত। সাউথ পয়েন্ট স্কুলে নতুন ভর্তিতে লাগছে ২০ হাজার টাকা এবং ৬ষ্ঠ থেকে ৭ম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি করতে নিচ্ছে ১৫ হাজার টাকা।

মাউশি সূত্রে জানা যায়, রাজধানীতে ভর্তির ক্ষেত্রে অনিয়ম হচ্ছে এ ধরনের ৫০টি স্কুলের তালিকা তৈরি করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বোর্ড। ঢাকা আঞ্চলিক উপপরিচালক রেবেকা সুলতানাকে প্রধান করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রণালয় গঠিত সাত সদস্যের কমিটির সদস্য মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার পরিচালক (মাধ্যমিক) মোঃ ফরিদউদ্দিন বলেন, প্রতিষ্ঠানগুলো ইচ্ছামতো যা ইচ্ছা তাই করছে। এখনই এদের লাগাম টেনে ধরতে হবে। বর্তমান আইনে অতিরিক্ত ফি আদায়কারী স্কুলগুলোর এমপিও বাতিল করাও তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে তিনি জানান। এ জন্য নতুন আইন করা প্রয়োজন। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং কমিটির কাছে তারা অসহায় উল্লেখ করে তিনি বলেন, নতুন আইন করে এদের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।